বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

ঋণ ও বাজেট ঘাটতিঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

সেপ্টেম্বর, ২০১৭

জিডিপি'র অনুপাতে অভ্যন্ড়রীণ ঋণের স্থিতি	বৈদেশিক ঋণের স্থিতি (মিলিয়ন ডলারে)
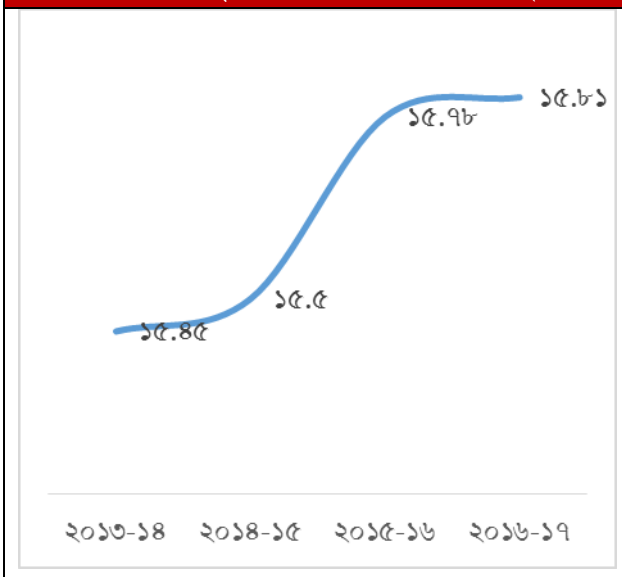	

উৎস: উন্নয়ন অন্বেষণ, *ঋণ ও বাজেট ঘাটতিঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৯, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা'র সেপ্টেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, ক্রমবর্ধমান ঋণের স্থিতি ও ঋণ পরিশোধে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি দেশে উন্নয়ন অর্থায়ন হ্রাস ও আন্তঃপ্রজন্ম ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির অষ্টম বছরের মাসিক প্রকাশনার এই সংখ্যাটিতে দেখানো হয়েছে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি ১৩.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে, সর্বশেষ প্রকাশিত সরকারী উপাত্ত অনুযায়ী মোট বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ১০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১৭.৫৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে নীট বৈদেশিক সাহায্যের প্রবৃদ্ধি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.১০ শতাংশ হয়।

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিডিপি'র অনুপাতে অভ্যন্ড়রীণ ঋণের স্থিতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১৫.৪৫ শতাংশ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫.৫০ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫.৭৮ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫.৮৩ শতাংশে উপনীত হয়।

উন্নয়ন অন্বেষণ দেখায় যে, সাম্প্রতিক সময়ে সরকার ব্যাংকিং খাতের তুলনায় ব্যাংক বর্হিভূত খাত বিশেষ করে অধিক সুদে জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে বেশি ঋণ সংগ্রহ করেছে। অভ্যন্ড়রীণ উৎস বিশেষ করে ব্যপক হারে জাতীয় সঞ্চয় পত্র বিক্রির মাধ্যমে সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন বেসরকারি খাতে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের চাহিদার হ্রাসকে নির্দেশ করে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্ড়ব্য করে।

অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি ২০১৭ এর জুন মাস শেষে ৩০৯৬৮২.৩৭ কোটি টাকা হয় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২৭৩৪৬১.৩৭ কোটি টাকা ছিল। বিগত আট বছরে অভ্যন্ড়রীণ ঋণের স্থিতি বৃদ্ধির প্রবণতা বিশেণ্ডষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১১৬৮২৩.৮৪ কোটি টাকা থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে অভ্যন্ড়রীণ ঋণের স্থিতি ২.৬৫ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমান বর্তমানে জিডিপি'র ১২ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপাত্ত বিশেণ্ডষণ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্ড়ব্য করে যে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ব্যপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ২৩৯০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৬৩০৫.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক সাহায্যে হ্রাসমান প্রবৃদ্ধির কথা উলেণ্ডখ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমান ২.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা ১১.২১ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে, নীট বৈদেশিক সাহায্যের প্রবৃদ্ধিও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১৭.৫৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.১ শতাংশ হয়। উলেণ্ডখ্য, বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধের প্রবৃদ্ধি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

বৈদেশিক ঋণের উপর প্রদত্ত সুদের পরিমান সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও মোট ঋণ পরিশোধের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মোট বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের (সুদ ও আসল) পরিমাণ ২০১০-১১ অর্থবছরে ৯২৯.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯৪.৪৪ মিলিয়ন ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১০৫০.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের উপর প্রদত্ত সুদের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১৮৭.৭৩ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০২.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

দেশের ঋণ ধারণক্ষমতা পর্যালোচনা করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি মোট রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের ৫৩.৪৯ শতাংশ হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৪৮.৬৮ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আয়ের ৪.৬২ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের ২.১৫ শতাংশ হয়।

উচ্চ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ফলে সরকারের অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যা উৎপাদনশীল খাতের বরাদ্দকে সংকুচিত করার মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকে বাধার সম্মুখীন করতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে।

ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতির সাথে সাথে সরকারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি বৃদ্ধির বিষয়ে অসন্ড়োষ প্রকাশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ৫৫৩১৩ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক ঋণের পরিমান ৩১৫৮৭ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়।

অর্থনীতিতে বাজেট ঘাটতি ও ঋণের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' বিদ্যমান মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির পুনঃনিরীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি বিচক্ষণ ও কার্যকরী ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতিকাঠামো গ্রহনের উপর গুর"ত্ব আরোপ করে যা দেশে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রবৃদ্ধিবর্ধক রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।